ভূমিকাঃ আব্দুয-যুবাইর

নিচের অনুবাদটি এই শতাব্দীর মুজাহিদ শাইখ আশ–শাহীদ আশ–শাইখ আব্দুল্লাহ আয্‌যামের (আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন) লিখিত রচনার অংশ বিশেষ। শাইখ আব্দুল্লাহ আয্‌যামকে বলা হয় 'বিংশ শতাব্দীর জিহাদী পুণর্জাগরণের মহানায়ক' [টাইম ম্যাগাজিন]। এই রচনায় শাইখ প্রখ্যাত চারটি মাযহাবের বিশ্বস্ত আলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি 'আরবি শব্দ' হিসেবে *'জিহাদ'* শব্দটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, যখনই আল্লাহ তা'আলা মুসলিম যুবকদেরকে উঠে দাঁড়িয়ে জিহাদের অবশ্য কর্তব্য পালন করতে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার সুন্নাহ আদায় করতে পথ দেখান, তখনই আমরা কিছু মুসলিমকে খুঁজে পাই যারা যুবকদেরকে শার'য়ী জিহাদ থেকে দূরে সরিয়ে ভাষাগত জিহাদের দিকে নিয়ে যেতে চায়। এই বাস্তবতাই আমাকে শাইখের এই রচনাটি অনুবাদ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, যাতে করে এর মাধ্যমে মুসলিমরা সবাই উপকৃত হয় এবং আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করার ইচ্ছা পোষনকারী যুবকদের সামনে যেসব বাঁধা সৃষ্টি করা হয়, তার বিরুদ্ধে এই অনুবাদ একটি চরম প্রতিহতকারী শক্তি হিসেবে কাজ করে।

জিহাদের ভাষাগত এবং শারীয়াহ সম্মত অর্থ

শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহঃ)

আজ অধিকাংশ মুসলিমের মধ্যে *'জিহাদ'* শব্দটি নিয়ে ভুল ধারণা কাজ করছে। *'জিহাদ'* শব্দটিকে তারা 'আল্লাহর পথে যেকোন উপায়ে প্রাণপণ চেষ্টা করা' অর্থেই বোঝে, যার মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত অনুবাদ হচ্ছে 'সংগ্রাম'। তাদের কাছে এই সংগ্রাম হতে পারে ফজরের সলাহ আদায় করার জন্য সকালে ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে ইসলামের উপর খুতবা ও বক্তৃতা দেওয়া পর্যন্ত। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, 'জিহাদ' একটি শার'য়ী পরিভাষা যা ইঙ্গিত করে *'আল-ক্বিতাল'* (সশস্ত্র যুদ্ধ) – এর প্রতি, যদিও ভাষাগত ভাবে এর অর্থ হতে পারে পিতামাতার সাথে জিহাদ, যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য 'ফা *ফীহিমা ফাজাহিদ'* – যার অর্থ 'তোমার পিতামাতার ওপর চেষ্টা কর' অথবা *'ছুম্মা জাহাদাহা ফাক্বদ ওয়াজাব আল-গোসল'*– যার অর্থ 'অতঃপর স্বামী স্ত্রীর উপর কষ্ট করল, এতে গোসল তাদের উপর ওয়াজিব হবে'। একই রকম ভাবে *'সলাহ'* শব্দটির ভাষাগত অর্থ হচ্ছে 'দু'আ'; আল্লাহ যেমনটি সূরা আত-তাওবাহ-তে বলেছেন, *'সালি আলাইহিম'* – যার অর্থ 'তাদের জন্য দু'আ কর'। কিন্তু শারীয়াহ্ পরিভাষা অনুযায়ী *'সলাহ'* বলতে 'তাকবীর থেকে তাসলিম পর্যন্ত সমস্ত কাজ এবং কথা'– কে বোঝায়। এভাবে যাকাহ, সাওম, হাজ্জ এবং অন্যান্য শব্দগুলির যেমন নিজস্ব ভাষাগত একটি অর্থ আছে তেমনি শারীয়াহ অনুযায়ী নির্দিষ্ট একটি অর্থও আছে। এই শার'য়ী আইন সম্মত অর্থটি উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ভাষাগত অর্থটির উপর কাজ করার অনুমোদন কারও জন্য নেই। সুতরাং, একজন ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে গোসল করার মাধ্যমে যাকাহ (যার ভাষাগত অর্থ পরিশুদ্ধতা) আদায় করতে পারবেনা; বরং শারীয়াহ্ সম্মত ভাবে যাকাহ আদায় করার জন্য তাকে তার বার্ষিক সঞ্চিত সম্পদের ২.৫ শতাংশ বাধ্যতামূলক ভাবে দান করতে হবে। একইভাবে একজন ব্যক্তি বক্তৃতা দেওয়া, পরিবারের ভরণ পোষণ করা, পিতামাতার সেবা করা ইত্যাদির মাধ্যমে জিহাদ করতে পারবেনা; বরং যুদ্ধক্ষেত্রে বাস্তবিক লড়াই করার মাধ্যমেই তাকে জিহাদ করতে হবে, যেমনটি শারীয়াহ নির্দেশ করে।

এ কারণে, কুরআন এবং সুন্নাহ্-তে যখন জিহাদ শব্দটি ব্যবহৃত হবে, সাধারণভাবে এটি সশস্ত্র যুদ্ধের প্রতি নির্দেশ করবে। এবং যখন শব্দটি ভাষাগত ভাবে (যেমন পিতামাতা ও পরিবারের সাথে সংগ্রাম করা) উল্লেখ করা হবে, তখন তা উসূল–ফিকহের নিয়ম অনুযায়ী 'মুক্বায়্যিদ' (সীমাবদ্ধ) হিসেবে গণ্য হবে।

ভাষাগতভাবে জিহাদ বলতে যা বুঝায়ঃ

জিহাদ শব্দটি নেওয়া হয়েছে *জুহুদ – ইয়াজহাদু – জুহদান* থেকে। সুতরাং প্রাথমিক ভাবে *'আল–জুহুদ'* – এর সাথে *দাম্মাহ* (পেশ) অথবা *ফাতহাহ* (যবর) থাকে যার মানে *আল–ওয়াস* (শক্তি) অথবা *আল–তাকাহ* (ক্ষমতা) এবং বলা হয়ে থাকে যে *দাম্মাহ* সহ *আল–জুহদ* মানে *আল–ওয়াস* (শক্তি) অথবা *আল–তাকাহ* (ক্ষমতা) এবং *ফাতহাহ* সহ *আল–জাহদ* মানে *আল–মুশাক্কাহ* (কষ্ট)। *ফাতহাহ* সহ *আল–জাহদ* ব্যবহৃত হয় *আল-গায়াহ* (সাধ্যের শেষ সীমায় যাওয়া) হিসেবেঃ

‘তারা আল্লাহর নামে কঠিনতম (জাহদা) শপথ গ্রহণ করেছিল (অর্থাৎ সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত)।”[১]

এর মানে তারা তাদের প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে পালন করেছিল। সুতরাং ভাষাগতভাবে *আল–জুহদ* এবং *আল-জিহাদ* হচ্ছে অত্যন্ত প্রিয় কিছু পাওয়ার জন্য অথবা তীব্র ঘৃণীত কিছু এড়ানোর জন্য একজন ব্যক্তির যতটুকু শক্তিসামর্থ্য আছে তা অনুযায়ী সর্ব্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করা।[২]

শার‘য়ী আইন সম্মতভাবে জিহাদ বলতে যা বুঝায়ঃ

প্রখ্যাত চারজন ফকীহ এই ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে *আল–জিহাদ* হচ্ছে *আল–ক্বিতাল* (সশস্ত্র যুদ্ধ) এবং তাতে (লড়াইয়ে) সাহায্য করা। এখানে চারজন শার‘য়ী আইনবিদের প্রদত্ত সংজ্ঞা আপনাদের জন্য দেওয়া হলঃ

১। আল–হানাফীঃ

ইবন হুমামের (রহঃ) বলেন, *“আল–জিহাদঃ কাফিরদেরকে সত্য দ্বীন ইসলামের প্রতি আহ্বান করা এবং যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তাদের সাথে লড়াই করা।”*[৩]

আল–কাসানি (রহঃ) বলেন, *“নিজের জীবন ও সম্পদ দিয়ে এবং নিজের মুখ ও অন্যান্য যা কিছু দিয়ে সম্ভব তার মাধ্যমে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল- এর পথে লড়াই করার জন্য শক্তি এবং ক্ষমতা উৎসর্গ করা।”*[৪]

২। আল-মালিকীঃ

“মুসলিমের জন্য আল্লাহর আইনকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে যেসব কাফির কোন চুক্তির অধীনে নয় তাদের বিরুদ্ধে অথবা যদি তারা আক্রমণ করার জন্য মুসলিমের সামনে উপস্থিত হয় অথবা যদি মুসলিমের ভূমিতে অনুপ্রবেশ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।”[৫]

৩। আশ–শাফিয়ীঃ

আল–বাজাওয়ারী (রহঃ) বলেন, *“আল–জিহাদ অর্থ আল্লাহর পথে লড়াই করা।”*[৬]

ইবন হাজর (রহঃ) গ্রন্থে বলেন, *“... এবং শার‘য়ী আইনসম্মত ভাবে এর অর্থ কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ত্যাগ স্বীকার মূলক সংগ্রাম।”*[৭]

৪। আল–হাম্বলীঃ

---

[১] সূরা আল–মায়িদাহ, আয়াত ৫৩

[২] দেখুন *লিসান–উল–আরাব* এবং *আল–কামুস আল–মুহিত*

[৩] ফাতহ আল–ক্বাদীর ৫/১৮৭

[৪] আল–বাদা'য়ী ৯/৪২৯৯

[৫] হাশিয়া আল – আদাউয়ি/ আস-সায়িদী ২/২ এবং আদ- দারদীরের আশ- শারহ আস-সগীর/আকরাব আল-মাসালিক ২/২৬৭

[৬] আল–বাজাওয়ারী/ ইবনুল কাসীম ২/২৬১

[৭] আল–ফাতহ ৬/২

"(জিহাদ হচ্ছে) কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা"[৮]

"আল-জিহাদ হচ্ছে আল-ক্বিতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) এবং এই লড়াইয়ে আল্লাহর আইনকে সমুন্নত রাখার সিদ্ধান্ত মূলক বক্তব্য।"

বস্তুত যখনই *'জিহাদ'* শব্দটি বলা হবে, তখন অবশ্যই তা আল-ক্বিতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) অর্থেই বলা হবে এবং যখনই *'ফী সাবিলিল্লাহ* (আল্লাহর পথে)' শব্দগুলি বলা হবে, তখন অবশ্যই তা আল-জিহাদ অর্থেই বলা হবে।

ইবন রুশদ (রহঃ) এ বলেন, *"... এবং তরবারির জিহাদঃ দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। সুতরাং যে আল্লাহর জন্য কষ্ট করে নিজেকে অবসন্ন করে, সে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। এর ব্যতীত যখন 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ' বলা হবে, তখন তা 'কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ইসলাম গ্রহণ করে, অথবা স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে জিজিয়া প্রদান করে এবং তারা অবমাননাকর পরিস্থিতিতে আপতিত হয়'- এই অর্থ ব্যতীত অন্যান্য সকল অর্থে সাধারণভাবে ব্যবহার করা যাবে না।"*[৯]

ইবন হাজর (রহঃ) বলেন, *"... এবং 'ফী সাবিলিল্লাহ' শব্দগুলি দ্বারা জিহাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়।"*[১০]

---

[৮] দেখুন মাতালিবু উলিন-নাহি ২/৪৯৭।

[৯] মুক্বাদ্দামাত ১/৩৬৯

[১০] ফাতহ আল-বারী ৬/২৯